আমাদের লজ্জার এক বছর

২২ নভেম্বর ২০০৭-এ কলকাতা থেকে বিতাড়িত হন তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদীদের আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে সারা পৃথিবী ভবঘুরের মতন ঘুরেও তসলিমা জানতেন তাঁর একটি নিরাপদ গৃহ আছে বামপন্থী ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতির শহর কলকাতায়। আমরাও সেরকমই বিশ্বাস করতাম।

বিতাড়নের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ইসলামি মৌলবাদীরা মেদিনীপুর শহরে তাঁকে কবিতা পড়তে দেয় নি, শিলিগুড়ির বইমেলায় যেতে দেয়নি। এদের মত সমর্থন করে বামপন্থী সরকার তসলিমার বই নিষিদ্ধ করে, নিষিদ্ধ হয়ে যায় গতবছরে একটি বামপন্থী শারদীয় পত্রিকা। এইসবের বিরুদ্ধে আমাদের প্রায়-নীরবতা ও কলকাতার ক্ষুদ্র একটি অংশের দাঙ্গা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা ছাড়া করলো। এই বিতাড়নে সমর্থনের কথা আগেই মাদ্রাসা ছাত্রদের সভায় জানিয়েছিলেন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিতাড়নের পরে বামফ্রন্ট নেতা বিমান বসু বললেন তসলিমা নাসরিনের নিজেরই চলে যাওয়া উচিত ছিল, কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২১ নভেম্বরের হিংসাকে বললেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো। শিল্প-সংস্কৃতির শহর বলে বিজ্ঞাপিত কলকাতা জানল আসলে এ শহরের ও বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির নির্ধারক কারা। একজন লেখক, কবি, নারী - এ শহরে তাঁর নিজস্ব মতামত নিয়ে থাকতে পারবে কিনা তা কারা ঠিক করবে। এ মহানগরের নাগরিকদের এতবড় লজ্জার মুখোমুখি আগে কখনও হতে হয় নি। আমাদের এই লজ্জার এক বছর পূর্ণ হলো।

তবু মেনে নেওয়া নয়, ভুলে যাওয়া নয়।

মুক্তচিন্তার পক্ষে কবিদের উচ্চারণ ঘোষিত হবে

১৯শে নভেম্বর, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬ টায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কনফারেন্স হল, কলকাতা।

মুক্তচিন্তার পক্ষে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করবেন **শ্রী অম্লান দত্ত**। কবিরা কবিতা পাঠ করবেন। আলোচনা করবেন গিয়াসউদ্দিন ও শাশ্বতী ঘোষ উপস্থিত থাকবেন শিল্পী রবীন মন্ডল, ভাস্কর বিপিন গোস্বামী ও অন্যান্যরা।

সংকলনে লিখেছেন - *তরুণ সান্যাল, শরৎ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, সব্যসাচী দেব, জয় গোস্বামী, নমিতা চৌধুরী, শ্রীজাত, রঞ্জিত গুপ্ত, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফারুক আহমেদ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বিপুল চক্রবর্তী, যশোধরা রায়চৌধুরি, শবরী ঘোষ, আবদুর রব খান, মিলন মান্নান,* প্রসুন ভৌমিক, *সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব কীর্তনিয়া, মৌসুমী বিলকিস, সুমিতাভ ঘোষাল, সুমিত চট্টোপাধ্যায়, তৈমুর খান, লালমিয়া মোল্লা, অরুণশংকর দাশ, রাহুল গুহ, সুশীল পাঁজা, শ্যামল ভট্টাচার্য, নাসের হোসেন,* অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, *ও অন্যান্য।*

যোগাযোগ - ৯৮৩১০৮৫২১৫; ৯৮৩০২৭৫৭৮১

ক্যাম্ব - CAAMB (Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh)